



বীর শহীদ

ফরহাদ হোসেন

জন্ম তারিখ:	১ জানুয়ারি, ২০০২
শাহাদাতের তারিখ:	৫ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ:	খুলনা
জেলা:	মাগুরা

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা: ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান : ওয়াশা ব্রিজ, ঢাকা-মাগুরা-রোড

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

শহীদ ফরহাদ হোসেন -২৪ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বারে বার যাওয়া একটি তরুণ প্রাণ। মাত্র ২২ বছরের ছোট জীবন অর্থাৎ দেশের জন্য কী চরম আত্মত্যাগ! শহীদ ফরহাদ হোসেনের জন্ম ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি। বছরের শুরুতেই ফরহাদের জন্মদিন। ফরহাদের জন্মস্থান খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলার নাকোল ইউনিয়নের শ্রীপুর থানা, রায়নগর গ্রাম। শুধু মাগুরাবাসীর গর্ব নয় শহীদ ফরহাদ আজ দেশবাসীর গর্ব।

পারিবারিক জীবন

শহীদ ফরহাদের পিতা জনাব মো. গোলাম মোস্তফা (৫৮) পেশায় গাড়ি চালক। বাসের ড্রাইভার। মাসিক আয় ত্রিশ হাজারের মতো। এই অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম হওয়া ফরহাদ এখন কতটা অসাধারণ, সবার চেয়ে আলাদা। শুধু কী ফরহাদ? কিছুটা আশ্চর্য হতে হয়, আশ্চর্য না বরং আনন্দিত হই ফরহাদের ভাইবোনদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে। ফরহাদরা দুই ভাই দুই বোন। বড় বোন রোকেয়া বেগম (২৮) বিবাহিত। ছোট বোন মোসা: রিজ্জা (২৫) খাতুন স্নাতকোত্তর পাশ করে চাকরির জন্য অপেক্ষা করছেন। ছোট ভাই মোসা: গোলাম কিবরিয়া (২৩) পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ফরহাদ পড়ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ, স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে। কোনো বাবার পক্ষে গাড়ি চালানোর স্বপ্ন আয় দিয়ে তিনটি সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা কম কথা নয়। সত্যিই গোলাম মোস্তফা একজন গর্বিত পিতা। আর এখন তো তিনি শহীদের জনক। ফরহাদ তাঁর বাবার জন্য সবচেয়ে সম্মানিত হওয়ার কাজটিই করে গিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবন

মাগুরার মতো একটি ছোট জেলা থেকে মেধার স্বীকৃতি রেখে ফরহাদ গিয়েছিলেন সুদূর চট্টগ্রামে। ভর্তি হয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ইতিহাস বিভাগে। ২০২১-২২ ওঁর সেশন। চোখ ভরা স্বপ্ন, আবেগ আর উদ্যম নিয়ে চবির ২৩০০ একরে পা রেখেছিলেন মাগুরার ফরহাদ। তখন কী ফরহাদ জানতেন প্রিয় ইতিহাস বিভাগে ওঁর দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করাটাও হয়ে উঠবে না? ফরহাদের বন্ধুরা কখনো কী কল্পনাও করেছিল ডিপার্টমেন্টের শান্তিষ্টি ছেলেটি তাদের সাথে আর কখনোই ক্লাসে বসবে না?

পরিবারের ছোট সন্তান ছিলেন ফরহাদ। বাব-মা সবাইকে ভালোবাসেন। তবুও ছোট সন্তান হিসেবে একটু কী বেশি আহ্লাদ দিতেন ফরহাদকে? আদরের সবচেয়ে ছোট সন্তানটিই সবার আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল ঘাতক বুলেটে। ফরহাদের পরিবারে এখন কেবল হাহাকার। ফরহাদের মা হারিয়েছেন তাঁর নাড়ি ছেঁড়া ধন। আহা ছিন্ন মুকুল জীবন! যেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছিন্ন মুকুল কবিতার মতো-

“সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল

সে গিয়েছে সবার আগে সরে

ছোট যে জন ছিল রে সবচেয়ে

সে দিয়েছে সকল শূন্য করে”

উত্তাল সময়

জুলাইয়ের ঐদিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল। স্লোগানে মুখর দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। উত্তাল দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারের পোষ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবরকম ভাবে কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলন বন্ধ করতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। হলে তালা লাগানো হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ছাত্রাবাসগুলোতেও পুলিশ-ছাত্রলীগ হানা দেয় সে সময়ে। মেস মালিকেরা মেস বন্ধ করে দিয়েছিল। ফরহাদ সম্ভবত বাধ্য হয়েই চট্টগ্রাম ছেড়েছিলেন। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে না পারার দুঃখ নিয়েই নিজের এলাকা মাগুরায় আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। সারা দেশ তখন উত্তাল। স্বৈরাচার হাসিনা সরকার তার গোপন কিলিং মিশন পরিচালনা আর আন্দোলনের গতি রুখতে সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়।

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (সুরা আল-বাকারা ২:১৫৪)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

